## Rural Development

ভারতে, 121 মিলিয়ন লোকের মোট জনসংখ্যার 83.3 শতাংশ গ্রামীণ এলাকায় বাস করে (ভারতের আদমশুমারি, 2011)। ফলস্বরূপ, ভারতের জনসংখ্যার প্রায় 70% গ্রামীণ এলাকায় বাস করে। এই গ্রামীণ জনসংখ্যা ব্যাপক দারিদ্র্য, নিম্ন সাক্ষরতা এবং আয়ের মাত্রা, উচ্চ বেকারত্ব, এবং দুর্বল পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের অবস্থা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

এই সুনির্দিষ্ট সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য এই গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করার জন্য বেশ কয়েকটি পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এবং এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা গ্রামীণ জনগণের, বিশেষ করে দরিদ্রদের জীবনমানের দীর্ঘমেয়াদী উন্নতির দিকে নিয়ে যায় (রমেশ, 2012)। গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচির লক্ষ্য দারিদ্র্য ও বেকারত্ব হ্রাস করা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি করা এবং গ্রামীণ বাসিন্দাদের খাদ্য, বাসস্থান এবং বস্ত্রের মতো মৌলিক চাহিদা মেটানো।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন (MGNREGA), রাষ্ট্রীয় সমা, বিকাশ যোজনা (RSVY), ইন্দিরা আবাস যোজনা (IAY), সমগ্র গ্রামীণ রোজগার যোজনা (SGRY), সমন্বিত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প (ITDP), এবং গ্রামীণ জনগণের অবস্থার (PMGSY) উন্নতির জন্য ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা সমস্তই ভারত সরকার চালু করেছিল।

এই সমস্ত স্কিমগুলির লক্ষ্য গ্রামীণ এবং শহুরে মানুষের মধ্যে ব্যবধান বন্ধ করা, যার ফলে ভারসাম্যহীনতা হ্রাস করা এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা।

## What is Rural Development?

তুলনামূলকভাবে বিচ্ছিন্ন এবং অল্প জনবসতিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রার মান এবং অর্থনৈতিক উন্নতির প্রক্রিয়াকে গ্রামীণ উন্নয়ন বলা হয়। মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট (MGNREGA) কে গ্রামীণ দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করার জন্য একটি "সিলভার বুলেট" হিসাবে গণ্য করা হয় গ্রামে উৎপাদনশীল শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে।

এটি জীবিকার একটি বিকল্প উৎস প্রদান করে, যা অভিবাসন হ্রাস, শিশু শ্রম সীমিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন এবং রাস্তা নির্মাণ, জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার, মাটি ও জল সংরক্ষণ কাজের মতো উত্পাদনশীল সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামগুলিকে স্বাবলম্বী করে তোলার উপর প্রভাব ফেলবে। তাই, যার জন্য এটিকে বিশ্বের সবচেয়েবড় দারিদ্র্যবিরোধী কর্মসূচি বলা হয়েছে।

## Objectives of rural development

ভারতে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য কর্মসূচির উদ্দেশ্য

ভারতে উচ্চ দারিদ্র্য সহ একটি বড় গ্রামীণ জনসংখ্যা রয়েছে। গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচীর লক্ষ্য গ্রামে জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। এই প্রোগ্রামগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হল:

কৃষি উৎপাদন বাড়ান: গ্রামের অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং লক্ষ্যগুলি ফসলের ফলন, সেচ, বীজ এবং সার উন্নত করার উপর ফোকাস করে। আরও শো খামারের আয় বাড়াবে।

কর্মসংস্থান তৈরি করুন: অনেক প্রকল্প স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য তহবিল এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করে। কেউ কেউ গ্রামীণ কাজে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। এটি আয় বাড়াতে এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে।

অবকাঠামো উন্নয়ন: উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে গ্রামে রাস্তা, সেতু, বিদ্যুৎ, স্কুল ও হাসপাতাল নির্মাণ। এটি কৃষকদের জন্য পরিষেবা এবং বাজারে অ্যাক্সেস উন্নত করে।

ক্রেডিট অ্যাক্সেস বাড়ান: প্রকল্পগুলি গ্রামীণ জনগণের জন্য সস্তা ঋণ এবং ভর্তুকি প্রদান করে। সহজ ঋণ কৃষকদের খামার ইনপুট কিনতে এবং ছোট ব্যবসা শুরু করতে সাহায্য করে।

পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি: উদ্দেশ্যগুলি অপুষ্টি, রোগ এবং মৃত্যুর হার হ্রাস করার উপর ফোকাস করে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিশুদ্ধ জল এবং টয়লেটগুলি গ্রামে স্বাস্থ্যের অবস্থার উন্নতি করে।

শিক্ষার প্রসার: স্কিমগুলির লক্ষ্য হল আরও স্কুল এবং অঙ্গনওয়াড়ি তৈরি করা। আরও বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করা এবং শিক্ষা সমাপ্ত করা একটি দক্ষ কর্মীবাহিনী তৈরি করবে।

নারীর ক্ষমতায়ন: উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ মহিলাদের ঋণ, চাকরি এবং প্রশিক্ষণ প্রদান। এটি মহিলাদের আয় এবং তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনা: অনেক কর্মসূচি স্থানীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পঞ্চায়েতকে তহবিল ও ক্ষমতা দেয়। এটি প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

সমবায়কে উত্সাহিত করুন: উদ্দেশ্যগুলি কৃষক সমষ্টি, উৎপাদক এবং স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী গঠনের উপর ফোকাস করে। সমবায় সদস্যদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ, বাজার সংযোগ এবং আরও ভালো দর কষাকষির ক্ষমতা পেতে সাহায্য করে।

মৌলিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান: গ্রামীণ কর্মসূচির লক্ষ্য সমস্ত গ্রামে বিদ্যুৎ, পানীয় জল এবং রান্নার গ্যাস সংযোগ সরবরাহ করা। মৌলিক সুবিধা নিশ্চিত করা গ্রামীণ জীবনের মান উন্নত করে।

পরিবেশ সংরক্ষণ: উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে নবায়নযোগ্য শক্তি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং জৈব চাষ পদ্ধতি। এটি পরিবেশ রক্ষা করতে এবং কৃষিকে টেকসই করতে সহায়তা করে।

সমতা প্রচার করুন: তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং মহিলাদের মতো দুর্বল অংশগুলিকে লক্ষ্য করুন। স্কিমগুলিতে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গ্রামীণ এলাকায় অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে।

প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা: ব্যবহারকারী গোষ্ঠী, স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী এবং প্রযোজক সংস্থাগুলি গঠন করা উদ্দেশ্য। শক্তিশালী স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকল্প এবং সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমকে টিকিয়ে রাখতে পারে।

কানেক্টিভিটি উন্নত করা: স্কিমগুলির লক্ষ্য গ্রামগুলিকে সমস্ত আবহাওয়ার রাস্তা, ব্যাঙ্কিং, ডাক এবং ইন্টারনেট পরিষেবাগুলির সাথে সংযুক্ত করা। এটি বাজার, তথ্য এবং সরকারী পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস সক্ষম করে।

বীমা প্রদান: উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য, পশুসম্পদ এবং শস্য বীমা গ্রামীণ জনগণের কাছে প্রসারিত করা। বীমা কভার কৃষকদের ফসলের ক্ষতি, রোগ এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি মোকাবেলা করতে সহায়তা করে।

## The Community Development Programme in India

ভারতে সম্প্রদায় উন্নয়ন কর্মসূচির ধারণাটি গ্রামীণ এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তর নিশ্চিত করার জন্য একটি বহুমুখী প্রকল্প হিসাবে স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রবর্তিত হয়েছিল। মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে অগ্রগতি অর্জন করা যেতে পারে এই ধারণার ওপর ভিত্তি করেই কর্মসূচিটি ছিল।

কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ভারতে 1952 সালে শুরু হয়েছিল এবং এটি বিশ্বব্যাপী গ্রামীণ পুনর্গঠন কর্মসূচিগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত হয়। এই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ ভারতের আর্থ-সামাজিক ল্যান্ডস্কেপকে রূপান্তরিত করা এবং বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা এবং গণতান্ত্রিক স্থানীয় স্বশাসনের দিকে একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা ছিল।

## Features of Community Development Programmes

কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (CDPs) নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দ্বারা টাইপ করা হয় যা তাদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের জন্য কার্যকর এবং টেকসই হাতিয়ার করে। এখানে, আমরা কিছু বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করি যা এই উদ্যোগগুলিকে আলাদা করে:

## Comprehensive and Holistic

সিডিপিগুলি সাধারণত একটি বিস্তৃত পদ্ধতি অবলম্বন করে যা একযোগে একাধিক আন্তঃসংযুক্ত সমস্যা সমাধান করে। বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিগত সমস্যা মোকাবেলা করার পরিবর্তে, তারা সম্প্রদায়কে একটি সামগ্রিক সত্তা হিসাবে দেখে। এর অর্থ হল স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন, আয় বৃদ্ধি এবং আরও অনেক কিছুর মতো বিস্তৃত ক্ষেত্রগুলিকে সমন্বিতভাবে সম্বোধন করা হয়েছে যাতে ব্যাপক উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়।

## Participatory Nature

CDP-এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল তাদের অংশগ্রহণমূলক প্রকৃতি। এই বৈশিষ্ট্যটি প্রক্রিয়ার সমস্ত পর্যায়ে সম্প্রদায়ের সদস্যদের থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে - সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, এবং উন্নয়ন উদ্যোগগুলি পর্যবেক্ষণ করা পর্যন্ত। এটি নিশ্চিত করে যে উদ্যোগগুলি প্রাসঙ্গিকভাবে প্রাসঙ্গিক এবং সাফল্য এবং স্থায়িত্বের উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে।

## Capacity Building

সিডিপিগুলি ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের স্তরে সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর জোরালো জোর দেয়। এই প্রোগ্রামগুলি প্রায়শই দক্ষতা বিকাশ, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার উদ্যোগকে অন্তর্ভুক্ত করে যা সম্প্রদায়ের সদস্যদের তাদের নিজস্ব অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম করে। অন্তর্নিহিত ক্ষমতা তৈরির উপর এই ফোকাস বাহ্যিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা কমায় এবং দীর্ঘমেয়াদী স্বনির্ভরতার জন্য সম্প্রদায়কে ক্ষমতায়ন করে।

## Collaboration and Partnerships

কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে প্রায়ই উচ্চ মাত্রার সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্ব জড়িত থাকে। বিভিন্ন সেক্টরের স্টেকহোল্ডাররা, যেমন সরকারী সংস্থা, বেসরকারী সংস্থা, বেসরকারী সেক্টর কোম্পানি এবং স্থানীয় সম্প্রদায়-ভিত্তিক সংস্থা, প্রায়ই সম্প্রদায়ের উন্নয়নের সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য একসাথে কাজ করে।

## Sustainability

টেকসইতা সমস্ত সম্প্রদায়ের উন্নয়ন উদ্যোগের মূলে রয়েছে। উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সাময়িক ত্রাণ বা সহায়তা প্রদান করা নয় বরং দীর্ঘমেয়াদী, টেকসই উন্নয়নের জন্য শর্ত এবং সক্ষমতা তৈরি করা। এর মধ্যে রয়েছে জীবিকার সুযোগের প্রচারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক টেকসইতা, পরিবেশ বান্ধব অনুশীলনকে উত্সাহিত করে পরিবেশগত স্থায়িত্ব, এবং সামাজিক সংহতি এবং অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক স্থায়িত্ব।

এই মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামগুলিকে তৃণমূল স্তরে ব্যাপক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই উন্নয়ন প্রচারের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার করে তোলে। তারা সম্প্রদায়ের রূপান্তরকে এমনভাবে সক্ষম করে যা তাদের স্বায়ত্তশাসনকে সম্মান করে, তাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে এবং তাদের সম্ভাবনাকে মূল্য দেয়।